

গল্পে আনন্দে দোয়া শিখি সিরিজ ১

পড়বো দোয়া বাড়ির কাছে

হাসান জুনাইদ



অসুস্থকে দেখতে যাব

রাফি আজ স্কুলে আসেনি। আবিদ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে ওর জন্য। ক্লাস শেষ হয়ে গেলেও ও এলো না। আবিদের ভারী মন খারাপ হয়েছিলো প্রথমে। কিন্তু শেষ ক্লাসে অংক টিচার বললেন, তোমাদের ক্লাসের রাফি অসুস্থ। ভীষণ জ্বর তার। সবাই তার জন্য দোয়া করো। স্যারের কাছে এ কথা শুনে রাফির প্রতি সব রাগ মিটে গেলো। আবিদ মনে মনে ভাবলো, রাফির ওপর রাগ করা মোটেই উচিত হয়নি। আজই নানা ভাইকে নিয়ে রাফিদের বাসায় যাবো।

ক্লাস শেষে বাসায় ফিরলো আবিদ। দুপুরে খাবার টেবিলে বসে আবিদ বললো, জানেন মনে হয়, রাফির না খুব জ্বর। ওর জন্য খারাপ লাগছে। ওকে দেখতে যাওয়া যায় না? নানা ভাই বললেন, কেন যাওয়া যাবে না?



অজ্জুর শুরুতে দোয়া আছে

আজ শুক্রবার। নানাভাইয়ের সাথে নামাজ পড়তে যাওয়ার বায়না ধরেছে আবিদ। নানাভাই সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছেন। তবে তাকে সুন্দর করে অজ্জু করতে হবে। আবিদ অজ্জু করতে পারলেও সুন্দরভাবে করতে পারে না। তাই নানাভাই ওকে শিখিয়ে দিবেন। নানা-নাতি দুজন অজ্জু করতে ঢুকলো। অজ্জু শুরু করার আগে নানাভাই বললেন, অজ্জুর শুরুতে পড়ারও একটি দোয়া আছে। আবিদ বললো, সেটি কী নানাভাই? নানাভাই বললেন, সেটি হলো—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

অর্থ : পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। [সুনানু আবু দাউদ, হাদিস : ১০১]



অজুর্ আগেও দোয়া আছে

সুন্দরভাবে অজু করলেন নানাভাই। আবিদকেও সুন্দর ভাবে অজু করালেন। তারপর বললেন,
এবার অজুর শেষের দোয়াটি পড়ো আমার সাথে—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা-লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

[সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৪]

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসুল।

চলো এবার মসজিদে যাই। বলে মসজিদের দিকে বের হলো নানা-নাতি।



ঘর থেকে বের হলে

ঘর থেকে বের হলে

মসজিদের দিকে যেতে যেতে নানাভাই বললেন, ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়েছো আবিদ? আবিদ বললো, তা তো পড়িনি নানাভাই। নানাভাই বললেন, তখন পড়েনি তাতে কী? এখন পড়ে নাও—

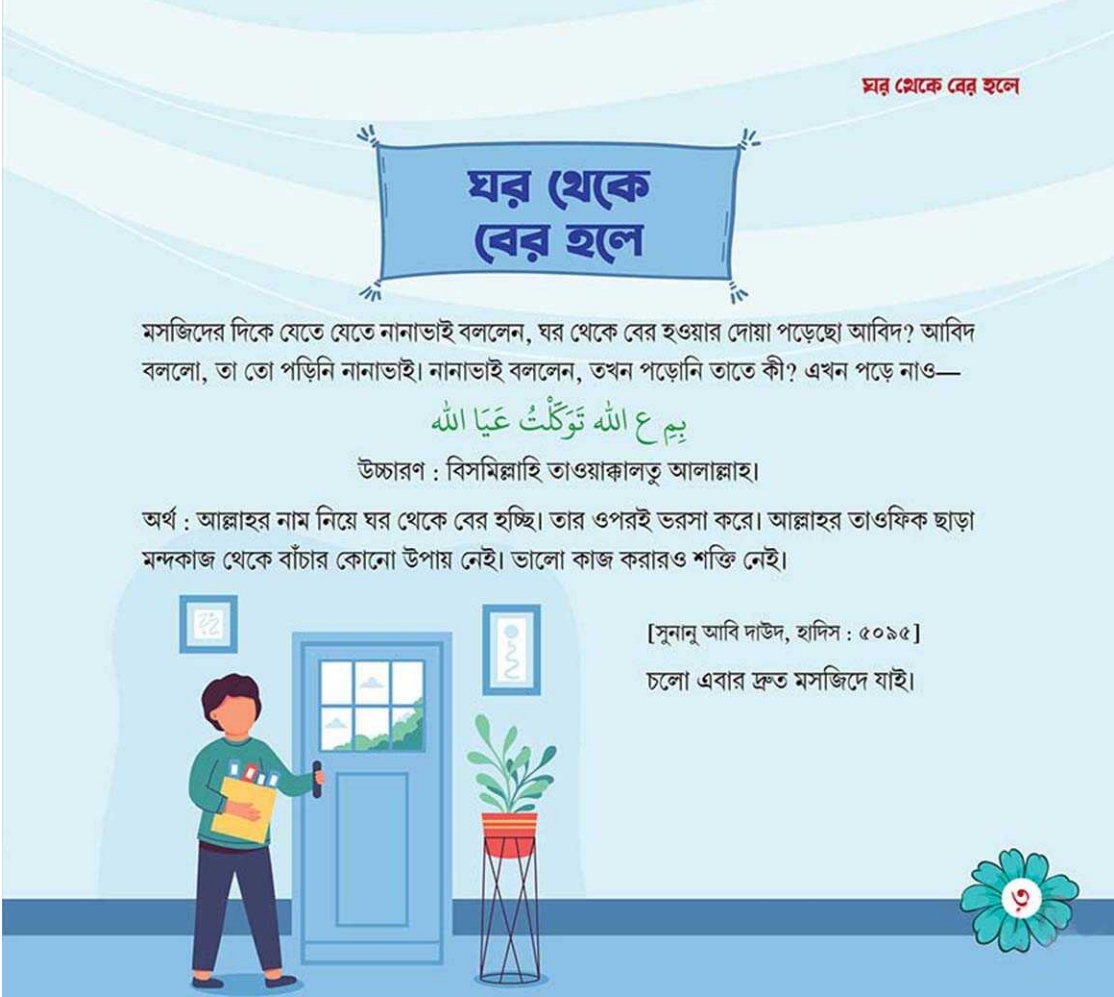
بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছি। তার ওপরই ভরসা করে। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া মন্দকাজ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। ভালো কাজ করারও শক্তি নেই।

[সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ৫০৯৫]

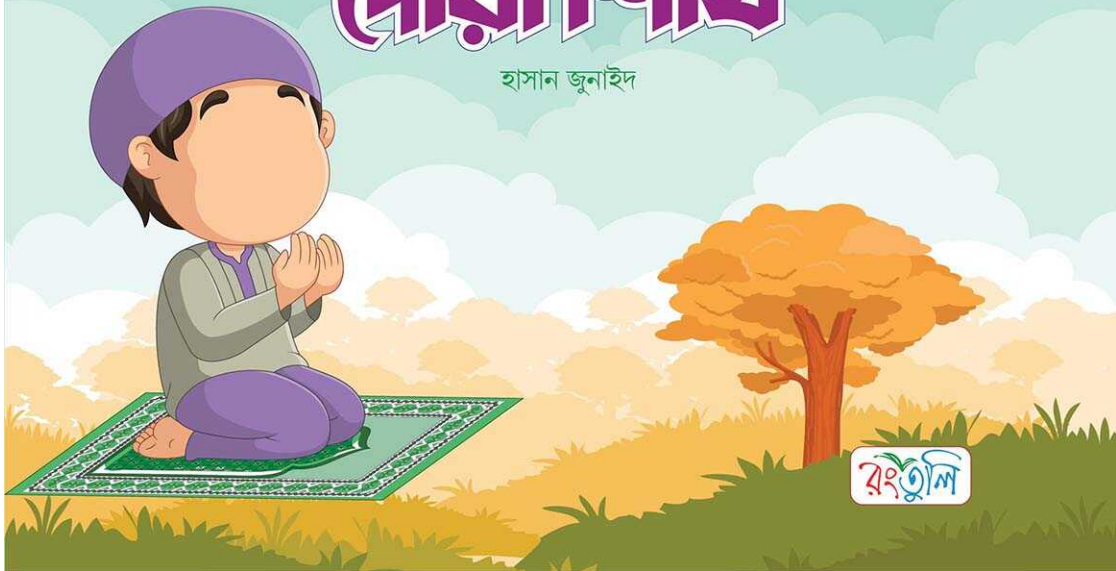
চলো এবার দ্রুত মসজিদে যাই।



গল্পে আনন্দে দোয়া শিখি সিরিজ ৩

ইবাদতের দোয়া শিখি

হাসান জুনাইদ



গল্পে আনন্দে দোয়া শিখি সিরিজ (২)

প্রিয় নবী প্রিয় দোয়া

হাসান জুনাইদ



প্রাণ খুলে হাসো

প্রাণ খুলে হাসো

স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে আবিদ ভাবলো, আজ নানাভাইয়ের কাছে রাফির নামে নালিশ করবে। ও আবিদকে দেখলেই হেসে ওঠে। রাফি আবিদের ভালো বন্ধু। তাই বলে ওকে দেখলেই অমন করে হাসতে হবে? ওর মুখটা কী দেখতে বোকার মতো দেখায় যে রাফি হেসে ফেলে? আজ নানাভাইয়ের কাছে নালিশ করবেই করবে।

স্কুল থেকে ফিরে আবিদ নানাভাইয়ের কাছে ছুটে গেলো। মুখ ভার করে বললো, আচ্ছা নানা ভাই, কেউ যদি আপনাকে দেখে হাসে, তাহলে আপনার কেমন লাগবে? নানাভাই বললেন, কেউ হেসে কথা বললে তো ভালোই লাগবে। সব সময় হাসলে ভালো লাগবে বুঝি? বললো আবিদ।



প্রাণ খুলে হাসো

নানাভাই বললেন, তা অবশ্য লাগবে না। তা হয়েছোটা কী—বলো দেখি? আবিদ বললো, এই দেখুন রাফিকে। আমি ওকে কত পছন্দ করি। ওর সাথে টিফিন ভাগ করে খাই। তবুও ও আমাকে দেখলে হাসে। রোজ রোজ এমন হাসলে বিরক্ত লাগবে না বলুন! নানাভাই বললেন, তা লাগবে। তবে তোমাকে দেখে ওর হয়তো ভালো লাগে। ও আনন্দে হাসে। তাতে তো সমস্যার কিছু নেই। তোমাকে দেখে বোকাবোকা লাগে বলে তো আর হাসে না। সে হাসার অন্য কারণও থাকতে পারে।

কী কারণ থাকতে পারে নানাভাই? জিজ্ঞেস করলো আবিদ।

নানা ভাই বললেন, কারও সাথে হেসে কথা বলা সাওয়ারের কাজ। সে তোমাকে দেখলে হেসে ওঠে।

তাহলে আমার তখন কী করা উচিত? রাগ না করে তুমিও তখন হেসে কথা বলবে। সাথে সাথে আর একটি দোয়াও পড়বে। দোয়াটি পড়ে তার অর্থটি রাফিকে শুনিয়ে দিবে। তাহলে তোমার মনেও কোনো কষ্ট থাকবে না। রাফিও নতুন দোয়া শিখতে পারবে। আবিদ এবার উৎসাহী হয়ে উঠলো। জিজ্ঞাসার সুরে বললো, কী দুআ নানাভাই? নানাভাই বললেন, সেটি হলো—

أَضْحَكَكَ اللَّهُ سَنَاءً

উচ্চারণ : আজহাকাল্লাহু সিন্নাক।

অর্থ : আল্লাহ আপনার দাঁতকে হাস্যময় করুন। [সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৯৬]



রোজার দুআ, মহজ দুআ

বিকেলবেলা। আবিদ আর ওর নানাভাই হাটতে বের হয়েছে। হঠাৎ কেউ ডেকে উঠলো পেছন থেকে। এই যে শুনছেন! নানাভাই পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন মসজিদের ইমাম সাহেব ডাকছেন নানাভাইকে লক্ষ করে। নানাভাই দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগলেন ইমাম সাহেবের জন্য।

আবিদের নানা অনেকদিন ধরে আছেন আবিদদের বাসায়। তাই ইমাম সাহেবের সাথে খানিকটা সখ্য তৈরি হয়েছে তার।



রোজার দেয়া, সহজ দেয়া

ইমাম সাহেব কাছে এসে বললেন, হাঁটতে বের হয়েছেন বুঝি? নানাভাই বললেন, জি হুজুর। তা আপনার শরীর কেমন? ইমাম সাহেব বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। বয়স হয়েছে তো। কিছু রোগ বাসা বেঁধেছে শরীর। তাই আমিও হাঁটতে বের হলাম। চলুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

তারপর ইমাম সাহেব, আবিদের নানা আর আবিদ অনেক্ষণ হাঁটলো। নানান বিষয় নিয়ে কথা বললেন ইমাম সাহেব। তারমধ্যে জাহান্নাম সম্বন্ধেও কথা বললেন। আবিদ জাহান্নাম সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাই বাসায় ফেরার সময় আবিদ বললো, জাহান্নাম কী নানাভাই? নানাভাই বললেন, বড় খারাপ জায়গা সেটা। ভীষণ ভয়ানক। তার বর্ণনা শুনেও তুমি ভয়ে কেঁপে উঠবে। আবিদ বললো, তা এমন বাজে জায়গা কাদের জন্য? আবিদ বললো, যারা মন্দ কাজ করে তাদের জন্য। আল্লাহ তাদেরকে সেখানে নানা রকম শাস্তি দিবেন, তাই বানিয়েছেন এটা। আবিদ বললো, আমি তো কোনো মন্দ কাজ করি না। তাই আমাকে শাস্তিও দেওয়া হবে না। নানাভাই বললেন, তবুও আমাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ করা উচিত। কারণ, আমরা কেউ জানি না, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবো কি-না! আবিদ বললো, কী বলে দুআ করবো? নানাভাই বললেন, প্রতি নামাজের পর সাত বার পড়বে—

اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ



অসুস্থকে দেখতে যাবে

لا بأس طهور إن شاء الله

উচ্চারণ : লা বা-সা তাহুরন ইনশাআল্লাহ।

অর্থ : ভয় নেই, আল্লাহর মেহেরবানিতে আরোগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

[বুখারি শরিফ, হাদিস : ৫৬৫৬]

দোয়াটি পড়েই নানা ভাই বিদায় নিতে চাচ্ছিলেন। তখনই তার মনে পড়লো অন্য আরেকটি দোয়ার কথা। তিনি সেই দোয়াটিও পড়লেন—

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ-

উচ্চারণ : আসআলুল্লাহাল আজিম, রাব্বাল আরশিল আজিমি, আইয়্যাশফিয়াক।

অর্থ : আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার সুস্থতা কামনা করছি।

আল্লাহ তোমাকে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন। [জামিউত তিরমজি, হাদিস নং : ২০৮৩]

গল্পে আনন্দে দোয়া শিখি সিরিজ

৪

দূর হবে রোগ দূর হবে ভয়



হাসান জুনাইদ





ঘুমের রাজ্যে হারাবো এবার

আবিদ ঘুমুতে এসো! আজ নানাভাইয়ের সাথে ঘুমবে আবিদ। তাই ঝটপট খেয়ে নিয়েছে। নানাভাই ডাকতেই দৌড়ে এলো।

বয়স আর কত হবে তার। ছয় কী সাত। তবে খুবই মেধাবী আবিদ।

খাটের ওপর উঠেই নানাভাইয়ের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লো আবিদ। কতদিন পর নানাভাইকে পাওয়া গেলো! শুয়ে খানিকটা সময় চুপ করে রইলো সে। নানাভাই বললেন, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি আবিদ? আবিদ বললো, না নানাভাই। ঘুমাইনি। নানাভাই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আবিদ, তুমি ঘুমের দেয়াটি বলতে পারবে?



ঘুমের রাজ্যে হারানো এবার

আবিদ অবাক হয়ে বললো, ঘুমেরও দোয়া হয় বুঝি? নানাভাই বললেন, হ্যাঁ হয়। আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো দোয়া আছে। আবিদ বললো, আমি শিখতে চাই নানাভাই। নানাভাই বললেন, অবশ্যই শিখবে। আমি যে কদিন এখানে আছি, তোমাকে প্রতিদিন দোয়া শেখাব ইনশাআল্লাহ।

তাহলে চলো আজ ঘুমের দোয়াটি শিখে নিই। আবিদ বললো, আচ্ছা।

নানাভাই বললেন, আমার সাথে সাথে বলো—

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নামে শয়ন করছি এবং তোমারই অনুগ্রহে পুনরায় জাগ্রত হবো। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৩২৪]

আবিদ নানাভাইয়ের সাথে দোয়াটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো।





ঘুম থেকে জাগবো যখন

ঘুম থেকে জাগবো যখন

অনেক তো ঘুম হলো। এবার উঠে পড়ো আবিদ। আশু এসে ডাক দিলেন। আশুটা এমনই। কই একটু আরাম করে ঘুমুতে দিবে, তা না। ভোর না হতেই ছজুরের কাছে পড়তে যাওয়ার জন্য ঘুম ভাঙবে। আবিদের নানাও ঘুমিয়েছিলেন ফজরের নামাজ পড়ে। তিনি উঠে বসলেন। আলতো করে আবিদের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ওঠো নানাভাই। অমন আদুরে ছোঁয়া পেয়ে উঠে বসল আবিদ। নানাভাই জিজ্ঞেস করলেন, ঘুম কেমন হলো? আবিদ বললো, ভীষণ ভালো হয়েছে। নানাভাই বললেন, সব সময় দোয়া পড়ে ঘুমুলে ভালো ঘুম হবে ইনশাআল্লাহ।





ঘুম থেকে জাগরো মথন

আবিদ জিজ্ঞাসার সুরে বললো, আচ্ছা নানাভাই! ঘুম থেকে ওঠার পর কোনো দোয়া পড়তে হয়? নানাভাই খুশি হয়ে বললেন, দোয়ার কথা মনে আছে দেখছি! ভেরি গুড। চলো তাহলে আমরা এবার ঘুম থেকে ওঠার দোয়াটি শিখি

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা-দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেওয়ার পর আবার জীবন দান করেছেন। তার কাছেই পুনরুত্থান হবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৩১২]

দোয়া শেষে নানাভাই বললেন, আবিদ! তিনটি বিষয় খেয়াল রাখবে—

এক. ঘুম থেকে দ্রুত ওঠার চেষ্টা করবে

দুই. ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করবে

তিন. ওজু করে পবিত্রতা অর্জন করবে

আবিদ বললো, আচ্ছা নানাভাই।

